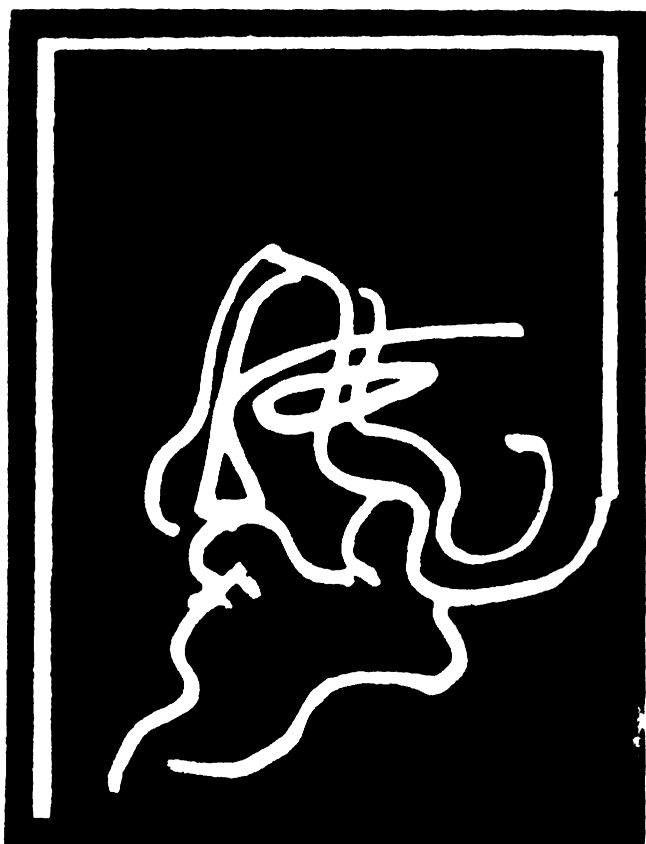


# কবি চৗলা নুগৗই তওদি নৗও

সুধন্য ত্রিপুরা

# কবিপুরুষ, সাক্ষী থেকো তুমি

---

## কবি চালা নুগাই তঙদি নাং

---

সুধন্য ত্রিপুরা

ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ
প্রথম প্রকাশ
বই মেলা
মার্চ, ১৯৯৫ ইং

প্রচ্ছদ □ স্বপন নন্দী

বাংলা অনুবাদ □
মিলনকান্তি দত্ত।

মূল্য □ ১২ টাকা

প্রকাশক □ কুঞ্জ বিহারী দেববর্মা

মুদ্রক □ দত্ত প্রিণ্টার্স, পানিসাগর

ককবরক সাহিত্যের
অন্যতম রূপকার

শ্রীচন্দ্রকান্ত মুড়াসিংকে

সুধন্য ত্রিপুরা

অন্যান্য

কবিতার বই

□

হা ক'চাক

আঙবাই কাথারাঙ তারনি খারাঙ

ম'নাগ জরানি ককতাং

নাং হামজাগমা রিয়া

সুধন্য ত্রিপুরানি রাচাবমুঙ

# প্রকাশকের কথা

কবি সুধন্য ত্রিপুরার লেখা বিশ্ব কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবেদিত "কবি চালা নুগাই তঙ্দ নাং" (কবি পুরুষ সাক্ষী থেকো তুমি) কবিতার মধ্যে পেয়েছি রবিন্দ্রনাথ এবং গণ মানুষের চেতনা, নাড়া দিয়ে যায়। শুধু রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবেদিত কবিতা নয়, কবির আরোও অনেক কবিতা পড়ে দেখেছি, তার কবিতার মধ্যে ত্রিপুরার উসর ভূমি ফলে ফুলে ভরা পাহাড়, সবুজ প্রান্তর আমাদের অন্দরের সন্নিকটে, কবিতা আশ্রয় পায়। শুধু কবিতা নয় গল্প লিখা, গান, নাটক লেখার দিক দিয়েও তাকে অস্বীকার করা যায়না। বর্তমান সরকারের শিক্ষা ও তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনিল সরকার মহাশয় একদিন 'দ্বিতীয় সুকান্ত' বলে প্রশংসা করেছেন। এবং ১৯৮৭ ইং তে কলকাতা শান্তি নিকেতনের সাংবাদিক এসে তার সমস্ত জীবনী লিখে নিয়ে আরও লেখার জন্য প্রেরণা দিয়ে যান।

পত্র পত্রিকাতে পেলাম ত্রিপুরার ককবরক সাহিত্যিক, কবি, সমালোচক, শ্রীযুক্ত নন্দ কুমার দেববর্মা মহাশয় সুধন্য ত্রিপুরাকে ককবরক কবি সম্রাট বলেও আখ্যাত করেছিলেন। তাই রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবেদিত কবিতা "কবি চালা নুগাই তঙ্দ নাং (কবি পুরুষ সাক্ষী থেকো তুমি) বইটি আমি প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম।

পাঠক বৃন্দ বইটি পড়ে আনন্দ পেলে কৃতজ্ঞ থাকব।

নমস্কার —

কুঞ্জ বিহারী দেববর্মা

"ধূলার' পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে।"

"হাচিং সাকাঅ স্বর্গ নিনি সানামনা নাঙ নাই।"

## □ কবিচৌলা তাইনুগাই তঙদি নীং

সাল থাংগ। হরনি খীরাং হায়
হর ফায়খা
আবলে সালহাইয়া।
ম্নকুম্নঅ খ্নমজাগ' বেবাগ
কালাইজাগ বালাই
চইতর পাইথাকনি বয়ার নাংগ'
বীখানি নকলাঅ
বিসিংগ' সালতুং হাংজাগহায়
তার তুংসা
জিবন নি রাংচাকনি র্নংগ'
বীস্নক মাই প্নঙখা।

[ নীয় ]

কবি চৌলা অই সাইখি তঙদি নীঙ
অর' স্নদ্ন রীচাপ লাইজাগ'
অর' স্নদ্ন সাম্নঙ তাঙজাগ'
সাল লে পায়' আব হায়।

[ থাম ]

হাচুকনি বীসাগ রিয়লয়
আংখার ফায়অ তীয়মা
তকনি ম্নংগাই তনজাগ'
নখা ব্নম্নং ছিমি।
উাতীয়নি রং নাংগাই তংগ'

বীখাঅ -
যদি তিনি তক আংগাই মানখাই ।

[ বীরাই ]

থাংগ'। অব' বেবাগ থাংনাই
তায়মা তক
উাতায় ।
জে মানাই
সুদু ব-ন মানাই
তায়মা তক তাই
উাতায় হাই
হাতিংনি আংয়া ছুগয়া রাক ।

[ বা ]

আংয়াখাইবা জিবননি তাই তাম
কিসাফান' তংখা
অছুক দুখুনি জরাম
সারাপছান' হামজাগলাইমা ।

## [ ১ ] কবিপুরুষ আর সাক্ষী থেকো তুমি

দিন যায়। রাত্রির শব্দের মত
রাত আসে
সেতো দিনের মত নয়।
স্মৃতিতে জড়ো হয় সমস্ত ঝরাপাতা
চৈত্র শেষের হাওয়া লাগে
বুকের উঠোনে
ভেতরে রোদন গায় একতারা
জীবনের সোনার তরীতে
কত ধান বোঝাই হল।

[ ২ ]

কবিপুরুষ আর সাক্ষী থেকো তুমি
এখানে শুধু গান গাওয়া
হল
এখানে শুধু কাজ সারা হল
দিনটাই সারা হল এরকম।

[ ৩ ]

পাহাড়ের কোল
বেয়ে নদী নামে
পাখিদের নামে পোষা হল
নাম মাত্র আকাশ।

মেঘের রং লেগে থাকে
মনে
যদি আজ পাখি হওয়া যেত।

[ ৪ ]

যায়। এ সব ও যাবে
নদী পাখি
মেঘ।
যে পায়
শুধু সেই পাবে
নদী পাখী আর
মেঘের মত
পৃথিবীর সমস্ত টুক টাক।

[ ৫ ]

তাছারা জীবনের আর কী
তুচ্ছাতা আছে
এমন বিষাদে
লগ্ন
ভালবাসার লগ্ন দুবেলা।

——

## □ রবীন্দ্রনাথন য়াফারমা

নিনি খারাঙনি সাম' আঙ লাকাইয়া ।
নিনি সিরিংনি থানি আঙ লাকাইয়া ।
নিনি ককলব থানি ব' আঙ লাকাইয়া ।
নাং ছন্দনি বাথার নাইসা আংগাই
ফায়জাগ মানাগ থানি
তাই আবনি বাগাইন' বেবাক
জিবন আনি
লাকাই কা চাঅই থাখা ।

[ নয় ]

তাবুকন' কবিন' সানামাই
তনানি নাংগ'
তামনি খাই তাবুকন' কবিয়া
তাবুকন' কবিন' সিচারি নানি
নাংগ'
তামনি খাই কবি হাইলে তাই
কে ফান' সিচায়া ।

[ থাম ]

কাইসা কালাক বরক
সালনি ফায়ছিং হিমাই থাংগ'
বনি য়াকগুনি মারিন'
রামাই আগাই থাংমা থাংমা
নুগথা অব'লে কবিয়া
কবিয়া ককলব ব'য়া
কাবুন তাম কাবুন নি সাব' আংনাই।

—

## □ রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত

তোমার শব্দের কাছে আমি
ঋণী নই।
তোমার নৈঃশব্দের কাছে আমি
ঋণী নই।
তোমার পদ্যের কাছে আমি
ঋণী নই।
তুমি শুধু ঘাতক হয়েছিলে
অন্ধকারে
আর এজন্যই সমস্ত জীবন
আমার ঋণ বয়ে গেল।

[ দুই ]

এখন কবিকেই তৈরী রাখতে হয়।
কেননা এ মুহূর্তে কবি নয়
এখন কবিকেই জাগিয়ে রাখতে হয়
কেননা কবি ছাড়া কেউ জাগেনা।

[ তিন ]

একটি দীর্ঘল মানুষ
সূর্যের দিকে হেঁটে চলেছিল।
তার পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে
যেতে যেতে দেখি
সে তো কবি নয়, কবি নয়
কবিতা নয়············
অন্য কিছু অন্য কোন কিছু।

———

## ☐ থায়নানি মাচুংয়া আঙব

কাবি
নাং আন থারাঙ রিছি
নাং আন' সুবলাইমা রিদি
আঙ সায়খা জিবন নি বাগাই
জিবন নি

কাবি
থায়নানি মাচুংয়া আঙব'
আঙব' হামনানি মাচুংগ'
অ নাইথক পিথিবিআ
বরকনি কাচার আঙব'
কাথালায় তংনা মাচুংগ'
জরানি মুবাকনাই আংগাই

— —

## □ মরতে চাইনা আমিও

কবি
তুমি আমাকে শব্দ দাও
তুমি আমাকে ছন্দ দাও
আমি লিখি জীবনের জন্য
জীবনের কাব্য।
কবি
মরতে চাইনা আমিও
আমিও বাঁচতে চাই
এই সুন্দর পৃথিবীতে
মানুষের মাঝে আমিও
মিশে থাকতে চাই
কালের প্রহরী হয়ে।

□ চাং সাঅইমান' নাং অরন তঙগ'

চাং সাঅইমান'
নাং অরন' তঙগ'
চিনি বাথা বিছিংগ'
তঙথকনি তায়খেরেং আংগাই
নিনি
বাথানি তায় খেরেংগ'
চিনি বেবাক সিমুক
সুঅই কালাংছ
অ অগথুইমা কবি বরক।

---

## □ আমরা জানতাম তুমি এখানেই আছ

আমরা জানতাম
তুমি এখানেই আছো
আমাদের বুকের ভেতর
শান্তির ঝর্ণা হয়ে।
তোমার
বুকের ঝর্ণা জলে
আমাদের সব মালিন্য
ধোয়ে দাও
হে ক্ষুধার্ত কবি মানুষ।

— —

## ☐ দুই বিঘা জমিনি উপেন

কবি নিনি উপেন ন' আঙ সিনিঅ
ব' তাবুক ফান' রাতুগাই ময়াখ'
বিনি দুই বিঘা জমি।
যে জমিনি হাঅ থুই আংনাই তায়
অ তায়ন' গাইরগাই আংখারজাগ
সাল কাচাক সাল চুংফায়ছিং।
অ জমি তাবুক ফান' কেবেঙ
কাসঙ সাতুন লায়াই
বাবুনি বাগান নাইথক রিঅই
তাবুক ফান বাবু জত সাঅ
লগি হিনাই বনি সতগুন।
কবি
নিনি উপেন তাবুক ফান'
বখরক তিসামায়াখ'
ফিয়া
আঙ নুগখা উপেননি মকল
কালনায়অ
হওর কাচুংনি মাবি পুঙজাগ'
বাদখগাই তঙগ'
কাইসা মাসা।

——

## □ দুই বিঘা জমির উপেন

কবি তোমার উপেনকে আমি চিনি
সে আজও খুঁজে পায়নি
তার দুই বিঘা জমি।
যে জমির মাটিতে রক্ত হয় জল
সেই জল গড়িয়ে নামে
সূর্যাস্ত রঙীন দিগন্তের দিকে।
সেই জমি আজও দৈর্ঘ্যে ও প্রস্তে
টানা হয়ে
বাবুর বাগানখানার শ্রীবৃদ্ধি করে
আজও বাবু হাত বলে
পরিষদ বলে তার শতগুন।
কবি
তোমার উপেন আজও পারিনি
প্রতিবাদী হতে
কিন্তু আমি দেখছি
উপেনের চোখে জোড়া
আগুনের দাগ ভরা লাফ দেয়া
এক বাঘ।

——

## ◻ কবিনি খাপাঙনি কবি

আনি জিবন আংথুং
নিনি খারাঙ বাই রাচাপমুং
আনি জিবন আংথুং
নিনি তুলিবাই সায়মানি ছবি।
নাং আংদি
আনি খাপাংনি কাতাল জয়ার
নাং আংদি
আনি বাথানি নখাঅ
কাপলুঙ কাথারাং।
নাং
কবিনি খাপাঙনি কাব।

— --

## □ কবির অন্তরে কবি

আমার জীবন হোক
তোমার গানের সুরে গাওয়া
আমার জীবন হোক
তোমার তুলির টানে ছবি।
তুমি হও
আমার প্রাণের নতুন ঢেউ
তুমি হও
আমার মনের আকাশ ভরানীল।
তুমি
কবির অন্তরে কবি।

— —

## □ অ মীনাকন’ নাকার থাইদি

চাং নন’ পগাই থাংগ’
চিকুন নি তরমাবি চাঅই
নিনি কৗচুংন চাং
বৗথার রিথা
থায়পেলেং জাগ মৗনাক বাই।
অ সেলেরন’ নাকার থাইদি
কৗচুংবাই বার বার নৗং
সৃঅই কালাংদি
চিনি মৗনাক কৗছুমন’।

— —

## ☐ এই ক্লান্তি ক্ষমা করো

আমরা তোমাকে ভুলে যাই
ক্ষুদ্রের অহংকারে
তোমার আলো আমরা
নিভিয়ে দিই
অজ্ঞানতার অন্ধকারে।
এই ক্লান্তি ক্ষমা করো
আলোর ধারায় বার বার
তুমি ধোয়ে দাও
আমাদের অন্ধকার।

——

## ▢ আঙ নিনি কৗচুং নুগখা

নখানি হাজার হাজার আথুকুরিঅ
আঙ নিনি কৗচুং নুগখা
আঙ নুগখা চিনি জিবন
নিনি য়াগনি কায়সা
ইমাংনি ছবি ।
তাইব' চাং বাচাঅই তঙগ'
অ পিথিবিনি দিয়াল অ
চাং নিনি চালাই
কৗবর খাই হিম'
বুসৗক জালগজাগমা বাই
বথৗরক খুজাগৗই
হিমাই তঙগ' চিনি
লাংমা কৗলক রৗহরৗই ই সাল ।

রবীন্দ্রনাথ
চাং তঙগ' নিনি
গুবিন্দমাণিক্য বাই তিপুরানি
জাগাঅ
সিরিং খাই হিম'
নখত্ররায়নি য়াকুং ।

——

## □ আমি তোমার আলো দেখেছি

আকাশের অজস্র তারায়
আমি তোমার আলো দেখছি
আমি দেখেছি আমাদের জীবন
তোমার হাতের
এক স্বপ্নময় ছবি।
তবু আমরা দাঁড়িয়ে আছি
এই পৃথিবীর বিপদে
আমরা তোমার সেই তরুন বালক
উন্মাদ হয়ে ছুটছি
কী যন্ত্রণায় নিস্ফল মাথা কুটে
চলে যায় আমাদের
দীর্ঘশ্বাস ভরা দিন।

রবীন্দ্রনাথ
আমরা আছি তোমার
গোবিন্দমাণিক্যের ত্রিপুরায়
যেখানে
চুপ নিঃশব্দে হাঁটে
নক্ষত্রের য়ের পা।

——

## □ সাব' রবীন্দ্রনাথ

আগিঅ সাঅই মানথা
নাং অরন' তঙগ'
বিয়াংনি বরক বরক কাচার
তিলাংগাই থাংগ'
কাথারাং নথাঅ ।

আগিন' সাঅই মান'
নাং অরন' তঙগ'
আয়াং উইয়াং
নথা কাথারাং আংতে আংতে
বিয়াং ফায়াসং কামাঅই থাংখা ।

তাবুক চাং সিয়া
সাব' অর' তঙনাই
মানাকথাই কিপিলথা
সাল' দকা সাঅই ।

— —

## □ রবীন্দ্রনাথ কে

আগে জানতাম
তুমি এখানেই আছো
কোথা থেকে মানুষ
মানুষের মধ্যে নিয়ে যায়
নীল আকাশে।

আগে জানতাম
তুমি এখানেই আছো
চারিদিকে আকাশ
নীল হতে হতে
কোন দিকে মিলিয়ে গেছে।

এখন আমরা জানিনা
কে আছে এখানে
অন্ধকার হলে ফিরে
দিনের দরজা বন্ধ করে।

———

## ☐ রবীন্দ্রনাথ, নোং চিনি খাকোথুকানি

বোথা বিছিংগ' যে
তোয়মা রাজলাই থাংনাই
বিনি তোয়ন' মান'
নিনি খাপাংনি মারি ।
নবার অ কোবুনোই বিরেইনাই
কিয়গজাগ বাগান
আও বিনি বাহাইন'
সাঅই মানথা
নিনি কতর জিবননি মাতুম ।

রবীন্দ্রনাথ
নোং চিনি খাকোথুকানি
নোং
চিনি হামজাগথাইনি ।

— —

## □ রবীন্দ্রনাথ, তুমি আমাদের গভীরতায়

বুকের ভেতর যে
নদী বয়ে যায়
তার জলে পাই
তোমার প্রাণের ছোঁয়া
বাতাসে ভেসে বেড়ায়
ফুটন্ত বাগান
আমি তার গন্ধে টের পাই
তোমার মহাজীবনের সৌরভ।

রবীন্দ্রনাথ
তুমি আমাদের গভীরতায়
তুমি
আমাদের ভালবাসায়।

——

## ☐ তঙথকনি কক আংথুং

তাবৢক ন’ জরা
তাবৢক ন’ চবা
তাবৢক ছৢদৢ
নথা কাপৢলৢঙ উতায় ।
তাবৢক ন’ মানাক
তাবৢক ন’ নবার
উতায় নবার নি বাহাই ।

তাবৢক
নিনি কক কাচুং নায়’
তাবৢক
বামৢং সিনিয়া তকসা
রাচাপমৢং
তঙথকনি কক আংথৢং ।

— —

## □ শান্তির কথা হোক

এখন সময়
এখন যুদ্ধ
এখন শুধু আকাশ
ভরা মেঘ।

এখন আঁধার
এখন বাতাস
ঝড়ের গন্ধ আনে।

এখন
তোমার কথার আলো চাই
এখন
নাম না জানা পাখির গানে
শান্তির কথা হোক।

— —

## □ আনি মীনাক বিসরজন

রবীন্দ্রনাথ নিনি গোবিন্দ মানিক্যন'
উাইসা তাবুঅই আচক রিফায়দি
আনি থাপাংগ'।

রবীন্দ্রনাথ উাইসা আনি বাখাঅ
ওনদি নক্ষত্রন।'

রবীন্দ্রনাথ উাইসা খেমানি কাচুংগ
সাঅই কাগাংদ
আনি পাপনি রঘুপতিন।'

রবীন্দ্রনাথ উাইসা নিনি
অপরনানি য়াগ' রাদি
আনি মীনাক বিসরজন।

— –

## □ আমার অন্ধ বিসর্জন

রবীন্দ্রনাথ
তোমার গোবিন্দ মাণিক্যকে
একবার এনে বসাও
আমার চেতনায়।

রবীন্দ্রনাথ
একবার আমার বুকে রাখো
নক্ষত্রকে।

রবীন্দ্রনাথ
একবার ক্ষমার আলোয়
ধোয়ে দাও
আমার দাম্ভিক রঘুপতি।

রবীন্দ্রনাথ
একবার তোমার অপর্ণার
হাতে দাও
আমার অন্ধ বিসর্জন।

## ▭ চাং তাই রবীন্দ্রনাথন' নাইলিয়া

চাং তাই রবীন্দ্রনাথন' নাইলিয়া
চাং আংনানি মাচুং লিয়া
তাই কাইসা রবীন্দ্রনাথ।
তামনি থাই
চিনি তাই রবীন্দ্রনাথ কাইাই
তামনি থাই
চিনি তাই রবীন্দ্রনাথ সম্ভব য়া।

ফিয়া
চিনি রবীন্দ্রনাথ তংগ'
চিনি জিবননি বামুংন'
রবীন্দ্রনাথ।
চাং হামজাগলাইমানি
বামুং নাঅই রাচাবলায়
বিনি ককলবন'
চাং অ ভারত মহামানবর্নি
সাগর তায় রাকুংনি ববক।

---

## □ আমাদের আর রবীন্দ্রনাথ চাইনা

আমাদের আর রবীন্দ্রনাথ চাইনা
আমরা হতে চাইনা
আর এক রবীন্দ্রনাথ।
কারণ
আমাদের আর রবীন্দ্রনাথ নেই
কারণ
আমাদের আর রবীন্দ্রনাথ
সম্ভব নয়।

কিন্তু
আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছেন
আমাদের জীবনের নাম
রবীন্দ্রনাথ।
আমরা ভালবাসার নাম করে
গেয়ে উঠি কবিতা
আমরা যারা এই ভারতের
মহামানবের
সাগরের তীরের মানুষ।

——

## ☐ কবি নিনি হামজাকমা জাগাঅ

যুগে যুগে নি
মাগনি মিসিল' ক'
সুদ, নিনি খারাং'
চিনি জাগাঅ
কাবাইন' তাই নাইথকনি
রাচাপ মা'বাই

কবি
নিনি হামজাগমা জাগাঅ
তাবুক কিসিন জাগ তঙখা
মানাক সিমানুনি য়াব ছঙ
মানাগন' থায় কিসি তিয়াই
পিলগাই ফায়খা
জিবন নি সাম'।
কবি
সুদ, নিনি ন' খারাং
অ চিনি জাগাঅ
কাবুইন' তাই নাইথকনি
রাচাপ মাবাই।

— —

## □ কবি তোমার প্রিয় ভুমিতে

যুগ হতে যুগে
কালের মিছিলে
শুধু তোমারই কণ্ঠ
আমাদের জাগায়
সত্য আর সুন্দরের গানে।

কবি
তোমার প্রিয় ভুমিতে
আজ চাপা অন্ধকার
শ্মশান বন্ধুরা
রক্তে অন্ধকারের
বীজানু নিয়ে
ফিরে আসছে
জীবনের কাছে।

কবি
শুধু তোমারই কণ্ঠ
আমাদের জাগাই
সত্য আর সুন্দরের গানে!

## ☐ নন' তামনানি নায়'

নন' তামনানি নায়' ম'
চংপ্রেং বাই
ইক কালাই হাচুক নাংগাই
নিনি বাচলঙগ' ন'
নাইথগ থাই সানামনা সাচুংখা
নাং অ নখান' তাংহরমাবাই
অ নখা তাইসা কাখারাঙ
আংথ
নাং নবার' কাবনরি কালাংমানি
কালাই ফারুক
অব' তাইসা কাবন থুং

আঙ ম' বলঙ ন'
তাইসা নাইথকরি তনানি।

— —

## □ তোমাকে বাজাতে চাই

তোমাকে বাজাতে চাই এই
চংপ্রেং দিয়ে
ঐ কচি পাহাড় দেশে তোমার শৃঙ্গ
সাজাতে চাই
তুমি যে আকাশ ছুঁয়ে গেছ
সেই আকাশ আরেকবার নীল হোক
তুমি যে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে গেছ
নরম কবুতর
তা আবার উড়ুক ।

আমি এই জঙ্গল
আবার সাজাব ।

— —

## □ নন' আঙ নায়'

নিনি ককন'
বুখুক পেরখাই ন'
তক ফায়াই রামজাগ ফায়খা
বাথানি বাগান'
নিনি রাচাপমুং
খারাও তিসাখাইন'
খুমরাক হামজাগ' ।

আয়াং উইয়াং
থুইনি চবাঅ
নন' আঙ নায়'
তংথক নি বাগাই
হে মুঙ কতর বরক ।

— —

## □ তোমাকে আমার চাই

তোমার কথা
উচ্চারিত হলে
পাখি এসে ধরা দেয়
বুকের বাগানে।
তোমার গান
কণ্ঠে তুলে নিলে
ফুলেরা প্রসন্ন হয়।

চারিদিকের
রক্তাক্ত যুদ্ধে
তোমাকে আমার চাই
শান্তির জন্য
হে মহামানব।

———

কবি
নাং চিন' খানারিলাংমানি
তাস দেশনি কথমা
অব' কাইসা রাইদা খাজাগ দেশ
তাই রাইদা কারাইনি নবার তাবমা
সাগর নারনি কাইসা
রাজানি বাসালানি কচ।
কবি
নন' আঙ খানারিআন'
কাইসা বায়াই কালাইজাগ'
তাস দেশনি কক
আর বেবাগ
রাইদা কারাইনি খাজাগ'।
তাই
সাগর নারনি তমছা
রাজানি বাসালানি কক
যোন য়াগ চাং তিসাঅই রিমানি
বেবাগ' আদকা তাই কাইদা।

## □ তাসের দেশ

কবি
তুমি আমাদের
শুনিয়েছিলে
তাসের দেশের গল্প
সেই একটি নিয়মে বাঁধা দেশ
আর অনিয়মের বাতাস আনা
সাগরপারের এক
রাজপুত্রের কথা।
কবি
তোমাকে আমি শুনাব
একটি ভেঙ্গে পড়া
তাসের দেশের কথা
যেখানে সবই অনিয়মে বাঁধা
আর
সাগর পারের অনেক
রাজপুত্রের কথা
যাদের হাতে আমরা
তুলে দিয়েছি সব
নিয়ম এবং কানুন।

— —

## ☐ তঙথ তাঁয়খেরেংনি তাই কাইসা মুঙ

নাঅইমান'
নাং বাজাসাখনপেদক সাজলাংগ' ব'
চিনি ভারতবর্ষ'অ
বরকনি সাম সাম' সিরিংথাই
সামুং তাংগাই থাংগ' ।
গঙগা গোমতি বর্মপত্র তমা
নুজলাই থাংগ।
বাজল মা য়াউল য়াউল চাংব'
খারাই থাংগ'
হাতিং কতর নি রং বদলাক জাগখা
তাই চাংব দল পিলজাগ থাংগ'
ফিয়া
বদলাকয়া তংগ' কায়সানি বামুং
বিনি বামংন' রবীদ্রনাথ
তাবুক ফান অ মুং বরকনি থাপাংগ'
চাংগাই তংগ' ।
রবীন্দ্রনাথ নাং হাফার বরকুনি
হামজাগ মুং
নাং দেশ খুলুম মা খাসক মুং তাই
তংথক তায়খেরেংনি তাই কাইসা মুং ।

——

## □ শান্তির ঝরনার আরেক নাম

জানতাম
তুমি একশো ছাব্বিশটি বসন্তেও
আমাদের ভারতবর্ষে
গন মানুষের সংচেতনায় নীরবে
কাজ করে যাচ্ছ।
গঙগা গোমতী ব্রহ্মপুত্রে অনেক স্রোত
বয়ে গেছে
স্রোতের পেছনে আমরাও
ছুটে যাচ্ছি।
পৃথিবীর রঙ বদলায় আর
রঙ বদলাই আমরা
কিন্তু বদলায়নি শুধু একটি নাম
যার নাম রবীন্দ্রনাথ
আজও এ নাম মানুষের হৃদয়ে জ্বলন্ত
রবীন্দ্রনাথ
তুমি বিশ্ব মানবের প্রেম
তুমি দেশভক্তি বিশ্ব ভালবাসা আর
শান্তির ঝরনার আরেক নাম।

— —

## □ নুগথা নীংন' কীপীলাই

অ হাঅ বেলাই মীনাক তাই
নাং অর ফায়মানি
খুমপুই আংগাই।
ফিয়া অর কাইসা ফান খুমলুঙ কীরীই
নিনি বাগাই খুমছুবজাগ তঙখাইলে
নিনি ততরাঅ ফানাই রিখামু।
আনি তাবুক কিসাফান' লেলামা কীরীই
আঙ বরকন' নাসেলেমাং নাসেলেমাং
রেলাই লেংখা।
তাইব' সাঅই মানখা লে'মানি
বেলাই পাপ
কীথারন' তাইব' সাঅইমান' বেলাই হাময়া
আঙ সাঅই মানখা নিনি বীমুং তাবুক
কীচুং সীয়জাগবাই বাচাজাগ'।
আনি য়াগ আগগাই তঙখা
নিনি মারিনি ফায়সিং
আনি য়াকঙ আগগাই তঙখা
নিনি লামানি ফায়সিং
আঙ কীমাঅই তঙখা
নন' সাম তনাই
নুগখা আঙ নীং কীপীলাই অংখা।

——

## □ দেখলাম তোমার জয়

এদেশে যথেষ্ট অন্ধকার আর
এখানেই তুমি এসেছিলে
খুমপুই হয়ে।
কিন্তু এখানে কোন বাগান নেই
তোমার জন্য মালা গাঁথার, থাকলে
তোমার গলাতে পরিয়ে দিতাম।
আমার এখন কোন অবসর নেই
আমি মানুষকে ঘৃণা করতে করতে
বড় ক্লান্ত।
তবু জানি ক্লান্তি বড় পাপ।
পুন্যকেও তেমন জানি বড় অপরাধ।
আমি জানতাম তোমার নাম এখন
আলোর অক্ষরে জেগে ওঠে
আমার হাত এগিয়ে যায়
তোমার নিশানের দিকে,
আমার পা এগিয়ে যায়
তোমার পথের দিকে
আমি হারিয়ে গেলাম তোমাকে
সামনে রেখে
দেখলাম তোমার জয় হয়েছে।

## আংয়াখাই নাংন সাঅই কার

আংয়াখাই নাংন' সাঅই কারজাগ'
আনি তায়মানি কক
আংয়াখাই নাংন' সাঅই কারজাগ
আনি হাচুকনি কক।
আংয়াখাই নাংন' সাঅই কারজাগ'
আনি ককথাইনি কক
আংয়াখাই নাংন' সাঅই কারজাগ'
আনি বরকনি কক
আংয়াখাই আঙ
জে তায়মান' রাতুগাই নুগয়া
আংয়াখাই আঙ
অ হাচুকন' নুগয়াখ'
আংয়াখাই আঙ
অ ককথাইন' সাম্নায়া
আংয়াখাই আঙ
অ বরকন' সিনিয়া।
আংয়াখাই নাং রবীন্দ্রনাথ আংলাংগ'
আঙ আং তঙগ' সুধন্য, ত্রিপুরা।

— —

## □ হয়তো তুমিও বলে গেছ

হয়তো তুমিও বলে গেছ
আমার নদীর কথা
হয়তো তুমিও বলে গেছ
আমার পাহাড়ের কথা
হয়তো তুমিও বলে গেছ
আমার ভাষার কথা
হয়তো তুমিও বলে গেছ
আমার মানুষের কথা
হয়তো আমি
যে নদীর খোঁজ পাইনি
হয়তো আমি
সেই পাহাড় দেখিনি
হয়তো আমি
সেই ভাষায় বলিনি
হয়তো আমি
সেই মানুষকে জানিনি
হয়তো তাই তুমি রবীন্দ্রনাথ ছিলে
আমি ছিলাম সুধন্য ত্রিপুরা।

— —